টুনটুনি আর ঝুনঝুনি

মৌমাছি

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
* * * * * * * কলিকাতা-১২ * * * * * * *

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৫৬
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীললিত মোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৮৯, লেক রোড
কলিকাতা—২৯
রূপসজ্জা ও প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

এ গল্প যারা হাঁ করে
শুনেছিল, সেই
শুকু, টুকু, কিনু, সীতু, ময়না
বুল্‌বুল্‌-নিতু, নিমু, মোহন
আর তাদের
গল্প শুনিয়ে বন্ধুদের হাতে।

আমার কথা

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

টুনটুনি আর ঝুনঝুনি এ দুটো কথা শুধু কথাই নয়, ছোট্ট খোকাখুকুদের খুব-চেনা দুটো জিনিষ, মনের মত খেলনা, মনকে দোলা দেওয়ার মজাদার দোলনা। ঝুনঝুনি সবাই বাজায়, টুনটুনির কথা সবাই শুনতে চায়। 'টুনু' 'ঝুনু' তোমাদের কতজনেরই আবার আদরের নাম। কাজেই এদুটোর দাম কম নয় কি বল? কিন্তু; 'ঝুনঝুনি বাজিয়েছি', 'টুনটুনির গল্প শুনেছি'—একথা বুক ফুলিয়ে গর্ব্ব করে তোমরা কজন বলতে পারো? পারনাতো? আমি তা পারি, এবং আমার ছোটবেলার সেই অমলিন স্মৃতি ও স্বপ্নকেই—মায়ের মুখের মিষ্টি ভাষায় শোনাবার চেষ্টা করেছি তোমাদের কাছে। আমাদের সেকালের ছোটবেলা কত মধুর ছিল, কত রঙীন ছিল, সে সব কথা ভাবতে ভাবতে ভুলে যাই নিজের বয়সের বাড়তির দিকটা, তন্ময় হয়ে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে—তেমনি করে আঁদাড়-পাঁদাড়ে—অলি-ভুলির পেছনে পেছনে। কিন্তু সে সুযোগ আর তেমন সঙ্গী তো বড় একটা পাওয়া যায়না। যারা আসে ভাব করতে তারা বলে, 'ডিটেকটিভের গল্প বলো'—'মোটরে চড়াও, সিনেমা দেখাও।' মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখি, আর ভাবি ও বেচারারা শুনলো কই রূপের কথা, রসের কথা, মজার কথা! দেখলো কই ঘুরে ফিরে হেঁটে চলে চারিপাশে কতো মজা! গোড়ায় গোড়ায় ঐ সবছোট্ট বন্ধুদের ওপর রাগ অভিমান করে বলতুম—'যা গল্প শোনাবোনা—ডিটেক্‌টিভ্ জানিনা।' কিন্তু তারপর যখন দেখলুম, ডিটেক্‌টিভ্ বই পড়া কমিয়ে ওরা—আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরছে পোকা-মাকড় ধরছে, এটা সেটা জানছে—তখন খুব খুশি হয়ে বললুম—তোদের টুনটুনির আর ঝুনঝুনির গল্প শোনাবো।

কদিন ধরে গল্প শোনানো চললো—ওরা চোখ বড় বড় করে শোনে—যতক্ষণ না ঢুলুনি আসে। কিন্তু আমার চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো সেদিন, যেদিন বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বন্ধু মনোজ বসু—বললেন 'টুনটুনি আর ঝুনঝুনি' আমাদের দিতে হবে আমরা ওটা বই আকারে ছাপাবো। ওদিকে যাদের গল্পটা শুনিয়েছিলুম তারা এসে বললে—'ওটা কিন্তু আমাদের দিতে হবে, আমরা আমাদের পত্রিকা 'মণি মুকুরে' ছাপাবো, তারপর বই হবে। শেষের দলের দাবীই মানতে হলো—কারণ তারা তোমাদের দলের লোক। মণিমুকুরে' ছাপা হলো কিছুটা, তারপর আজ এতদিন পরে রঙচঙে বই হয়ে পৌঁছালো তোমাদের হাতে। কিন্তু এই 'টুনটুনি আর ঝুনঝুনি'র ছবি আঁকা, ছাপানো, সেওতো কম ঝামেলার ব্যাপার নয়। কিন্তু সে ঝামেলাও পোয়াতে হয়নি আমাকে। কারণ শিল্পীবন্ধু রেবতীভূষণ ঘোষ ও শৈল চক্রবর্ত্তী তুলি কলম নিয়ে এগিয়ে এলেন—আর বন্ধুবর অজিত গুপ্ত, ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিওর কল আর কালিতে ঝক্‌ঝকে করে ছেপে দিলেন। কাজেই এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই—তোমরাও জানিও। সবই তো হলো ভালো, কিন্তু 'টুনটুনি আর ঝুনঝুনি' তোমাদের কেমন লাগলো, সেটা না জানা পর্য্যন্ত আর নতুন গল্প ভরসা ক'রে সুরু করতেই পারছিনা। প্রীতি নিও।

ইতি—
তোমাদের
মৌমাছি

শারদীয়া—১৩৫৬



ঝুন্‌ঝুন্—ঝুন্—ঝুন্‌ঝুনি।

ডাকছে তোমায় টুন্‌টুনি!”

—ঝুনু ঘুমুচ্ছিল মার কোলটি ঘেঁষে—শিমুল তুলোর গদীর ওপর, নক্‌সী কাঁথায় গা ঢেকে—চাঁদের আলো মুখে মেখে। চেনা-গলায় মিঠে ডাকে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো, দেখে—কেউ কোথাও জেগে নেই! মা তখন অঘোর ঘুমে অচৈতিন্যি, বাবার নাক ডাকছে ভোঁ ভঁর-র-ভঁ-র-র-র।

আবার ডাক শোনা গেল, মিহি গলার চিঁহি সুরে—

“ঝুন্‌ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্‌ঝুনি

ডাকছে তোমায় টুন্‌টুনি!”

ওমা গলাটা খুবই চেনা! টুন্‌টুনি নামটাও খুবই শোনা, অথচ ঝুনু যে হাঁক পেড়ে, ডাক ছেড়ে, সাড়া দেবে, তাও ভরসা হয় না—বাবা মা জেগে উঠবে! সব মজা মাটি হবে।

ঝুন্‌ঝুনি বয়সে ছোট্ট হলেও—বোকাতো সে নয়, তাই তার মাথায় হঠাৎ মতলব জুটে গেল। বিছানা থেকে খুউব চুপি চুপি নেমে ঘরের মাটিতে পা দিলে। পিল্‌সুজের ওপর পিদিম জ্বলছিল ধিকি ধিকি, সেই দিকে পা বাড়ালে। এগিয়ে গিয়ে—পিদিমের সল্‌তেটা নামিয়ে দিলে—পিদিমও যেন ঘুমিয়ে পড়লো।



এমন সময় আবার বাইরের সেই ডাক শোনা গেল—

"ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্‌ঝুনি
ডাক্‌ছে তোমায় টুন্‌টুনি!"

ঝুনুর মা পাশ ফিরে শুলো। মায়ের আঁচলের চাবির গোছাটাও অমনি ঝনাৎ করে পড়লো তক্‌তাপোশের কাঠের ওপর। আর তখুনি গোটা চারে'ক নেংটির ছানা দৌড়ে পালালো ঝুনুর আশ-পাশ দিয়ে। চমকে উঠলো ঝুনু ভয়ে—তবে! তবে কি মা জাগলো! মা জাগলেতো সব মাটি। ভয়ে ঝুনু শিউরে ওঠে! দম চেপে যতই সে থির হতে চায়, ততই ফোঁস-ফুসিয়ে ওঠে তার নাকটা, ততই হাত পায়ের আঙুল আর হাড়গুলো ওঠে মট্‌মট্ করে।

এক মিনিট! দু'মিনিট! তিনমিনিট! এমনি করে পাঁচ সাত মিনিট কাটলে—মা বাবা দু'জনেরই নাক ডাকা সুরু হয়—সুর মিলিয়ে।

বাবার মোটা নাকে ভেঁপু বাজে ভোঁ-ভোঁরোর-ভর্‌-র্‌! মায়ের বাঁশির মত নাকে বাঁশির সুর—



"পঁ্যু পিঁউ—তুর্‌-র্‌-র্‌।"

ঝুনু তখন চাপা-দম একদম ফেলে—আঁধার ঘরেই পা-টিপে টিপে এগিয়ে গেল।

ঝুনু আবছা আলো-আঁধারে পা বাড়ালে—তখ্যুনি তার ড্যাব্‌ডেবে চোখ দুটোকে কাজে লাগিয়ে। খুব হুঁসিয়ারীর সংগে বড় কলসী ডিঙিয়ে, মেটে কুঁজোর পাশ কাটিয়ে, জল-চৌকীর ধার দিয়ে দড়ির সিকে থেকে মাথা বাঁচিয়ে, এসে দাঁড়ালো মেটে ঘরের কেঠে জানলার কাছে।

জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথা তার না গললেও—চোখ দুটো গ'লে গিয়ে পড়লো বাইরে—সব আগে পুকুর-পাড়ের তালগাছটার মাথায়। ঝুনুর মনে হলো ঝাঁকড়া কালো মাথা এক-ঠেঙে একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে, আর খিস্‌ খিস্‌ হিস্‌ হিস্‌ আওয়াজ ক'রে ফিস্‌ফিসিয়ে তার কথাই বলাবলি করছে!



ঝুনুর গা শির্‌শির্‌ করে উঠলো। চোখ দু'টোকেও ভয়ে সে ফিরিয়ে এনে—রাখলে ঘুমিয়ে-পড়া মায়ের মুখে।

চাঁদের আলো পড়েছে তখন মায়ের মুখে, মনে হচ্ছে—মা যেন হাসছে! তা দেখেও ঝুনুর মনে খট্‌কা লাগে, তবে কি মা মট্‌কা মেরে সব দেখছেন, আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছেন! তাহলেতো ভারী ফ্যাসাদ!



…ঝুনু চোখ ফেরালে বাইরের দিকে। চোখ দুটো পড়লো গিয়ে এবার জানালার পাশেই ছিল যে শুক্‌নো করমচা গাছটা—তার ওপরেই।

…করমচার শুক্‌নো ডাল, কাজেই পাতারা সেখানে কেউই ছিল না যে, একথা তো ঝুনু জানতোই; তাই সে জানলার ঠিক নীচেই নুয়ে-পড়া করমচার শুক্‌নো একটা ডালের ওপরে কাকে যেন নড়তে দেখে—চম্‌কে উঠলো! থমকে থে'মে—ফিস্‌ফিসিয়ে জিগ্যেস করলে…

"তুমিই বুঝি টুনটুনি
নিশুত রাত্রে আমায় ডাকো,
কোন্ কাজেতে তাই শুনি?"

টুনটুনি ফিস্‌ফিসিয়ে জবাব দিলে—
মজা আছে বেজায় ভারী
বাইরে এসো তাড়াতাড়ি।"

ঝুনু চুপিচুপি বললে…"বারে! বেশতো কথা! বাইরে যাবো কি করে! দরজায় যে ছিক্‌লি আঁটা। ছিকলির ওপর কুলুপ। কুলুপের চাবি মার বালিশের তলায়।"

টুন্‌টুনি বললে "তাই নাকি! তাই নাকি! তাহলে এক কাজ করি, আমি ধূলো-পড়ার মন্‌তর্‌ পড়ি।"

"ধূলো-পড়ার মন্‌তর্‌! তা তুমি পড়লে কি হবে?"

"তোমার মাথায় ঝুর্‌ঝুর্‌ করে ধূলো পড়বে, ধূলোর যাদুতে তুমি এমনি পুঁচ্‌কে ছোট হয়ে যাবে যে, জানালার গরাদ গ'লে টুপ্‌ করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারবে।"

ঝুনু এবার আর গলাটা চাপতে না পেরে—বেশ জোরেই বলে বসলো···"ওমা সে কি কথা! ছোট হলে আবার কি করে বড় হবো?

টুনটুনি বল্লে···"আরে রামোঃ বড় হবে কেন? বড় হয়ে কিছু লাভ নেই।"

টুনটুনির কথা শেষ না হ'তেই ঝুনুর মনে হলো—তার মাথায় কি যেন ঝুর্‌ ঝুর্‌ করে ঝরে পড়লো—তাদের মেটে ঘরের মটকা থেকে। ঝুনু মাথায় হাত দিতেই বুঝলো ধূলো পড়ছে—ওদিকে টুন্‌টুনিও মন্‌তর পড়ে চলেছে···

লাল ধূলো, কালো ধূলো, মেটে ধূলো জাগ্‌
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরে পড়ে ঝুনুর চুলে লাগ্‌।
করম্‌চার শুকনো ডাল
পুকুরপাড়ের তমাল তাল
দেখে তোরা থাক
ঝুন্‌ঝুনিয়ার মাথায় ঝরুক
টুনটুনিয়ার রাখ্‌।

টুনটুনির মন্‌তরও শেষ হলো, জানলাটাও দুফাঁক হয়ে সবটা খুলে গেল। হুয়া! হুয়া! বলে শেয়াল ভায়ারা বেশ জোরে ডেকে উঠলো।

ঝুনু দেখলে সে একেবারে জানলার গরাদের বাইরে এসে গেছে। শরীরটে যেন শোলার মত হাল্‌কা ঠেকছে। চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলো—এ আবার কেমনতরো কাণ্ড!



টুনটুনি উড়ে এসে ঝুনুর পাশে বসলো। হেঁকে বললে, "চুপটি করে অমন বসে রইলে যে? বেশতো আক্‌কেল তোমার?"

…ঝুনঝুনি বললে… "এমনও তো কথা ছিল না যে, নিশুত্‌ রাতে এসে ডাকাডাকি করবে? এতদিন আসোনি যে গল্প শোনাতে? তোমার ওপর আমি খুব রেগে আছি"।

টুনটুনি বললে—"আমিওতো তোমার ওপর গোঁসা ক'রে কদিন এধার মাড়াইনি। আজকাল দিনে দুপুরে সাঁঝ-সকালে কি তোমাদের বাড়ী ঢোকার জো আছে? যা দু'ই বেরাল কুকুর পুষেছো? সোজাসুজি বললেই পারতে—"আমাদের বাড়ী আর এসোনা টুনটুনি ভাই! অমন ভুলো কুকুর আর হুলো বেরাল আনার দরকার কি ছিল'?

ঝুনু বললে—"বারে! উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে? কুকুর বেরাল তো আমি পুষিনি! আমাদের চাকর ভজহরির-পুষ্যি ওরা।"

টুনটুনি বললে—"পুষ্যি নয়। দস্যি! ডাকাত! ওরা। জাননাতো

দু'দিন আমাকে তেড়ে এসেছিলো ঐ কুকুরটা, আর বেরালটাতো চোপরদিন ওৎ পেতে বসে থাকে দোর গোড়ায়। ওদের ভয়েইতো এই নিশুত রাতে তোমাদের বাড়ী আসতে হ'লো—তোমার ঘুম ভাঙাতে হলো।"

ঝুনু ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে বললে—"ঘুম ভাঙিয়েছিলে বটে, কিন্তু এখন যে ঘুম আবার জোড়া লাগতে চাইছে।"

"তা তোমার ঢুলুনি দেখেই বুঝেছি। ও ঢুলুনি থামবে, যদি এখুনি উড়তে সুরু করো।"

ঢুলুনির মধ্যে ঝুলেপড়া মাথাটাকে ঝাঁকুনি মেরে, চোখদু'টো আরও বড় করে ঝুনু বললে—উঁ? কি বললে? আমি উড়বো? ডানা কই? আমিতো আর পাখী নই, পরীও নই। উড়তে গেলে পড়বো যে।

টুনটুনি বল্লে—"পড়বে কেন? এখনও তোমার পড়বার বয়েস হয়নি—বড় হলে বই পড়বে, গাছ থেকে পড়বে—বুড়ো হলে অভাবে পড়বে, ব্যায়রামে পড়বে। এখন হাল্‌কা মন নিয়ে চেষ্টা করলে পঙখীরাজ ঘোড়ার মতো, আকাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ করে উড়ে যাবে।

ঝুনু বল্লে—"উঃ বাবারে! আকাশ থেকে নীচের দিকে চাইলে আমার মাথা ঘুরবে যে।"

টুনটুনি বল্লে—"মেঘের গদী বিছিয়ে মাথাটা আমার ডানার আড়ালে থুয়ে—তোমায় শুইয়ে দেব। আর গল্‌পে গল্‌পে ভুলিয়ে তোমায় উড়িয়ে নিয়ে চলবো।"

ঝুনু গল্‌পের কথা শুনে মহাখুশি। সে তার ঘুম-মাথা চোখদুটোকে বেশ ক'রে রগড়ে নিয়ে, আব্‌দেরে সুরে বললে—

আজেবাজে গল্‌প নয়—আমি যেমন যেমন গল্‌প শুনতে চাইবো—তেমন তেমন গল্‌প শোনাতে হবে।

টুনটুনি বল্লে—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তাই হবে—তবে কিন্তু মনে রেখো চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামী, খুন-দাঙ্গার গল্‌পের জন্য বায়না করা চলবেনা।" ঝুন্‌ঝুনি জিগ্যেস করলে—"কেন?"

টুনটুনি বললে—"ও সব গল্‌প শুনলে ছোটদের মন ভারী হয়ে যায়, বুড়োটে হয়ে যায়···তখন আর ডানা-মেলে তাদের ওড়বার সাধ্যি থাকেনা। চাঁদ তারার দেশ থেকে আলোরা ঘরে ঢুকলে—ভয়ে তারা মুখ ঢাকে। ফড়িং মৌমাছি, টুন্‌টুনি, শালিক এদের সঙ্গে তারা চায়না ভাব করতে। তাই পারেও না তেমন নাচতে-গাইতে। শেখে শুধু কাকাতুয়ার মত শেখানো বুলি কপ্‌চাতে। হয়ে ওঠে—ডেঁপোমীর ডিপো, সব খুদেখুদে জ্যাঠামশাই, আর জাঠাইমা।"

ঝুনু বললে—"কি করলে এমনটা হয়না বলতে পারো?"

টুনটুনি বল্‌লে—"মন হাল্‌কা রাখা চাই হাওয়ার মতো। পাখীদের মন কখনো ভারী হয়না, তারা গান গায়, আর ওড়ে। যে পাখী গান ভুলে কপচাতে শেখে, সে পাখীটা মলো—আর তার ওড়াও শেষ হলো, জানবে। টুনটুনির কথা শেষ না হতেই, হঠাৎ একটা ঝট্‌কা হাওয়া হুস্‌ করে এসে ঝুনুকে উড়িয়ে দিলে।

ঝুনু বললে—একি হলো! আমার যে গা কেমন কেমন করছে, সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

টুনটুনি বললে—"পেরথম্‌ পেরথম্‌ উড়তে গেলে, অমন একটু আধটু ওলট-পালট হয়। পেরথম্‌ যেদিন আমি মায়ের কোলছাড়া হয়ে, মাকে ফাঁকি দিয়ে—তোমার মত জানলা গ'লে বাইরে এলুম,

সেদিন আমারও ঠিক অমনটাই হয়েছিল। সেদিন কত যে বিপদ আপদ ফাঁড়া গেছে—তা আর বলবো কি!



ঝুনু ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো মেঘের গদীতে, বললে—"তাই নাকি? সে কবেকার কথা? কতদিন আগে?

টুনটুনি ডানধারের ডানাটা বাঁ-গালে দু'বার বুলিয়ে নিয়ে—কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে, তারপর বললে—অতশত হিসেব মনে নেই ভাই—তবে এইটুকু বলতে পারি, তখনকার দিনে ছেলেমেয়েরা দলের চাঁইদের শেখানো বুলি ব'লে পথে ঘাটে নিশান নিয়ে হৈ-হৈ করতো না।

ঝুনু বললে—খালি বুঝি বসে বসে ছবির বই দেখতো?

টুনটুনি বললে—ছবির বই কি জানিনে তবে মায়েরা মুখে মুখে ছড়া কেটে আর রূপকথা বলে নানা ছবির রূপ আর কথা কচি-কাঁচাদের মনের সবুজ রঙের খাতায় দিনের পর দিন এঁকে দিতেন। আমার সেই সবুজ খাতাটা আজও তেমনি সবুজ রয়েছে, ছবিগুলো তেমনি ঝক্‌ঝকে রয়েছে, এতটুকুও আবছা হয়নি।

ঝুনু বললে, দেখাতে পারো সেই খাতাটা আমাকে?

খুউব পারি!—এই নাও, বলেই টুন্‌টুনি তার ডানার ভেতর থেকে ছোট্ট একটা খাতা বের করে দিলে—কচি কলাপাতা রঙের সবুজ মলাট—মলাটের ভেতরের পাতাতে আরও জোর সবুজ কালিতে আঁকাবাঁকা আখরে লেখা "টুনুর খাতা।"

খাতাটা হাতে নিয়ে ঝুনু চম্‌কে উঠ্‌লো! চীৎকার করে ব'লে উঠলো—"এ খাতা তুমি পেলে কোথা থেকে? টুনু তো আমার দাদার নাম? পরের খাতা চুরি ক'রে নিজের ব'লে চালাবার চেষ্টা?"



এমন সময় কে যেন কড়্ কড়্ ক'রে ভারী গলায়—হাঁক পেড়ে ব'ললো, "ঝুনু কে? তাই শুনি? পরের নাম নিজের নাম ব'লে চালাবার মতলব? তোমার মা তোমায় আদর ক'রে ঝুন্‌ঝুনি বলে ডাকেনা?"

ঝুনু বুঝলো—সত্যিই তো টুনটুনির ডাক নাম 'টুনু' হ'তেই পারে—এ আর এমন অন্যায় কথা কি? কিন্তু কে অমন গম্‌গমে গলায় থম্‌থমে কথা বললে?

ঝুনু আশেপাশে তাকিয়ে দেখে—রকমারী সব অদ্‌ভুত চেহারা নিয়ে কারা যেন ভীড় করেছে। সবাই যেন ধোনা তুলো দিয়ে গড়া। কেউবা তারা সাদা দুধ-ধবল, কেউবা ধোঁয়াটে ঘোলা রঙের, কেউ মিশ্‌মিশে কুচ্‌কুচে কালো! তারা কেউ কথা কইছে না, সবাই খালি দুলছে, ঢুলছে, আর চলছে—এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে—ঠেলা মেরে। আর তারই আওয়াজ,—গুরুগুর্ করে।

ঝুনুরও বুক দুরুদুর্ করে উঠলো, ভয়ে ভয়ে সে জিগ্যেস করলে—"তোমরা কারা? তোমাদের তো চিনিনে আমি?"

তারা জবাব দিলে—"চিনবে কোথা থেকে? কোনও দিন কি আকাশের দিকে চোখ ফেরাও? অথচ আমরা আকাশের বুকে চোপর

দিনই সার্কাসের খেলা দেখাই।—মিনিটে মিনিটে চেহারা বদলে চাল-চলন বদলে কখনও উট হই, কখনও হাতী, কখনও পাহাড়, কখনও নদী।

ঝুনু দেখলে সত্যিই তো তাই—একটুখানি আগে যারা ছিল—তুলোর তাল, তাদেরই যেন মনে হোল—গরু একপাল চলেছে দল বেঁধে। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই ঝুনু দেখে খুব বড় একটা সিংহ যেন কেশর ফুলিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে—আর শুধু তার একটা চোখ আগুনের ভাঁটার মত দপ্‌দপ্‌ করছে।

ঝুনু বললে,—"উহুঁ! অমন করে এগিয়ো না। আমার ভারী ভয় করছে।"

জবাব এলো—"ভয় কর'লে ভাব হয় না। ভরসা করলে তবে ভালবাসা হয়। ভালবাসলে তবে চিনতে পারা যায় অচেনাকে। ভয় নেই! আমরা হলুম ধুলোট-মেঘ, তুলোট-মেঘ, উলোট-মেঘ, পালক-মেঘ।"

ঝুনু এবার ভরসা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো—উঃ বাঁচা গেল। কিন্তু ওরা কারা আগুনের বড়বড় ভাঁটার মত দপ্‌ দপ্‌ করছে?

জবাব এলো—"আমরা মেঘ ওরা তারা। তোমাদের মত ছোট ছোট খোকাখুকুদের খুব ভালবাসে—যারা। তোমাদের চোখে ওরাইতো মায়ার কাজল পরিয়ে দেয়, আর চাঁদ দিয়ে যায়—তোমাদের কপালে টিপ্‌।"

ঝুনু বললে,—"টিপ কাজল তো বৌদি আর দিদিমণিরা পরে।"

তারারা হেসে বললে—"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, সে অনাচার দেখছি চারবেলাই। চোখ ফোটবার আগেই—একজোড়া চোখের ওপর আর একজোড়া চোখ ওঠে তাই তোমাদের।"

মেঘ বললে,—"আগের দিনে ঘিয়ের পিদিমে মায়ের হাতে-পাড়া মনসাপাতার কাজলই মায়ের হয়ে—ছেলে-মেয়ের চোখ আগলাতো, এখন মায়ের বদল—চশ-মা তোমাদের চোখ পাহারা দেয়।"

এমন সময় কে যেন বললে,—"তাইতো সহজ চোখে সহজ করে আজ আর কেউ কিছু দেখতে পারে না। সবেতেই তাদের খুঁতখুঁতুনি। সবাইকে তারা ঠিকমত না বোঝবার ফলে সব কিছু ছোট করে দেখে, বড় কিছুর নাগাল পায়না।"

ঝুনু দেখলে তার চোখের সামনে থেকে মেঘেরা গেছে সরে, সেখানে হাজির আলোয়-গড়া ভারী চমৎকার একটি ছেলে! আর ঝিকমিকে একদল আলোর পুতুল! ছেলেটির কী চমৎকার হাসিমাখা মুখ! ছেলেটি শুধু ঝুনুর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগ্‌লো।

ঝুনু জিগ্যেস ক'রলে—"কে তুমি ? অমন ক'রে হাসছো কেন ?

ঝিক্‌মিকে আলোর পুতুলগুলো বলে উঠলো—"কাঁদতে তো ও জানেনা—ও হলো চাঁদ, আমরা হলুম তারা। যতটা ছোট ভাবো আমাদের ঠিক ততটা ছোট নই আমরা। এই আমাদের আসল চেহারা।"

ঝুনু দেখলে,—সত্যিইতো চাঁদও বাড়ছে,—তারারাও সবাই একটু একটু ক'রে ছোট থেকে বড় হ'য়ে উঠেছে। বড় হতে হতে চাঁদ তারা এতবড়ো হয়ে উঠলো—যে ঝুনু তা দেখে একেবারে—'থ'। শেষকালে তাদের আর দেখা গেলো না, শুধু খালি চারি ধারে আলো আর আলো।

এমন সময় হঠাৎ ঝুনুর মনে পড়লো তার হাতের সবুজ খাতাটার কথা।

ঝুনু ফুট্‌ফুটে জ্যোছনায় টুনুর খাতা খুলে বসলো খুশিমনে।

প্রথম পাতাতেই সোনার দেশের সোনালী মাঠে সোনার ফসল জ্বলজ্বল্ করছে—ধানের শীষ সোনালী। গাছের ফুল-ফল সোনালী—আকাশের পখ্‌পাখালি, তাদের গায়েও সোনালী রঙ্। সোনালী নদীতে মাছ, কুমীর, নাও-নৌকো, সব সোনালী। তার মাঝে ঝক্‌ঝকে এক সোনালী ময়ূর-পংখীর খাস কামরায় সোনার বরণ রাজকুমারী! আশে পাশে সোনার ঘড়া ঘটি কলসী থরে থরে সাজানো।

ঝুনু চোখ বড় বড় ক'রে দেখতে লাগলো, রাজার মেয়ের চাঁপার বরণ রঙ্! নিটোল নধর চেহারাটা, কি অপরূপ রূপ!

ঝুনুর দেখে দেখে আশ মেটেনা, কিন্তু সে ভাবে—এত সকালে রাজকন্যে কোথায় চলেছে, এতসব ঘড়া কলসী নিয়ে!



এমন সময় সেই সবুজ খাতার প্রথম পাতার ময়ূর-পংখীর ভেতরকার সেই রাজকন্যেই বলে উঠলো—"চলেছি নদীর ওপারে গো-শালে কপিলা গাইয়ের দুধ দুইতে। যাবে তুমি আমার সঙ্গে দুধ দুইতে? খেতে দেবো রূপোর বাটীতে দুধের চাঁচি, সর, ননী, ছানা।"

ঝুনু বললে—"দুধ দুইতে জানি না, ওসব আমরা খাই না। কাঁচের পেয়ালা পিরিচে আমরা খাই মেলেন্‌স্ ফুড, হরলিক্‌স্, ভিটামিন্।"

ঝুনুর কথা শুনে ময়ূরপংখীর রাজকন্যে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো "ম্যাগো ম্যা! ছিঃ ছিঃ!"

ঝুনু রেগে গিয়ে সবুজ পাতার প্রথম পাতাটার পরের আরও সবক'টা পাতা উলটে দিলে—হাজির হলো একেবারে, সবুজ খাতার শেষ পাতায়।

শেষ পাতায় নীলরঙের ছড়াছড়ি। ফুট্‌ফুটে ফটিক-জোছনায় মেঘ-ডুমুর শাড়ী গায়ে জড়িয়ে—নীলার খাটে নীল কিংখাপের বালিশে মাথা রেখে—ঘুমিয়ে পড়েছে রাণী মা, মাথার শিয়রের খোলা জানলা দিয়ে রূপোর থালার মত চাঁদ দেখা যাচ্ছে নীল মেঘের কোলে। রাণীমা ঘুমের ঘোরে কাঁদছে—"ফিরে আয়, ফিরে আয়! যাদু আমার ফিরে আয়!"

ঝুনুর বুকটা কেঁপে উঠলো, ডাকটা যেন অবিকল তার মায়ের ডাকের মত শোনাচ্ছে।

ভয় পেয়ে ঝুনু তাড়াতাড়ি সে পাতাটা উলটিয়ে—সবুজ খাতার মাঝখানের একটা পাতা খুলে ধরলো।

দেখে খাতার পাতায় তার মত ছেলেমেয়ের ভয়ানক ভীড়। কারুর গায়ে জামা নেই—পায়ে মল, হাতে হাঙরমুখো বালা, কোমরে বোর, গলায় সাতনরী পঁুতির হার, মটর মালা, তকতি-তাবিজ, বাজু, চুড়ি, রকমারী গয়না। কারুর কাঁধে হলুদে ছোপানো গামছা, মেয়েদের কারুর কারুর কোমরে পাঁচহাতী বিন্দাবনী ছাপা শাড়ী, ছোট ছোট মেয়েদের মাথায় বেড়া-বিনুনী করে চুল বাঁধা।

ছেলে-মেয়েগুলো কী ভীষণ ডানপিটেমীর খেলাই না খেলছে! কেউবা প্যায়রা গাছের ডালে ডালে চামচিকে বাদুড়ের মত ঝুলছে, কেউ জাম গাছ থেকে ডিগবাজী খেয়ে খেয়ে পুকুরের জলে পড়ছে,

আবার তখ্যুনি ডুব সাঁতার কেটে এপার থেকে ওপার গিয়ে উঠছে পানকৌড়ির মতো। কেউ মৌচাকে খড় আর শরকাঠি গুঁজে দিয়ে দিব্যি চুক্ চুক্ ক'রে মধু চুষছে। ভয়ংকর ভয়ংকর বোলতা, ভীমরুল ধ'রে ধ'রে তার হুল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এর তার গায়ে ছেড়ে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। হো-হো-হি-হি—হাসছে, হর্‌রা করছে। ডানপিটেরা ডান্‌-গুলি খেলছে "এনা মারো।



মেয়েরা দল বেঁধে ছোট ছোট মেটে হাঁড়ি-কুড়ি, কড়া-বেড়ী, খেলনা দিয়ে ঘর সংসার সাজিয়ে রাঁধা-বাড়া ঘরকন্না খেলা খেলছে। কাঁকর ধুলোর ভাত বেড়ে—ঢোলা পাতার লুচি, খোলামকুচির তরকারী রেঁধে থালা সাজিয়ে খেতে দিচ্ছে—ছোট ছোট ভাইদের ডেকে। তারা মিছিমিছি খেতে বসছে, খাওয়া সেরে গঞ্জে যাচ্ছে, যেন ব্যাপার কারবার করতে। খুব ছোট ছোট মেয়েরা মাটির ওপর হাতের চেটো উপুড় করে রেখে ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি খেলছে, চিৎকার করে বলছে—

ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি চাম-চিকড়ি চামেকাটা মজুমদার
ধেয়ে এলো দামোদর,
দামোদরের হাঁড়ি কুড়ি, দোরে বসে চাল কাঁড়ি
চাল কাঁড়তে হলো বেলা, ভাত খাবিতো আনরে থালা
ভাতের মধ্যে মাছি কোদাল দিয়ে চাঁচি
কোদাল হলো ভোঁতা খ্যাকশেয়ালের মাথা !

এই খেলার ছবিতে ঝুনু একেবারে ডুবে গেছলো—সেতো পায়না এসব খেলতে। জানেওনা এসব খেলার কায়দা-কসরৎ। তার চমক ভাঙ্‌লো যখন ছবির ছেলেমেয়েরা এক সংগে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—"অমন চুপটি করে বসে রইলে কেন ? এসনা আমাদের সংগে খেলবে ?"

ঝুনু বললে "আমি তোমাদের ওসব খেলা খেলতে জানি না।" ছবির ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করলে "তুমি কি খেলা জান ?"

ঝুনু বললে "কিস্‌সু না—খেলবার সময় কখন ? জানো কেলাস টুতেই পাঁচখানা বই পড়তে হয়।"

ছবির ছেলেমেয়েগুলো ঝুনুর কথা শুনে মস্‌করার সুরে হো-হো-হি-হি করে এমন বেয়াড়া বিকট হেসে উঠলো—যে ঝুনু তা সইতে না পেরে, অমনি ছবির খাতাটা থপ্‌ করে মুড়ে পাশে ফেলে রেখে দিল।

ঝুনু খাতা মুড়তেই পাতার ফাঁক দিয়ে সুড় সুড় করে দুটো নেড়া মাথা বেরিয়ে পড়লো। চাকার মত গোল গোল দুখানা মুখে ড্যাব্‌ডেবে দু'জোড়া চোখ, মুখে মুচকি হাসি খুনসুটেমীর।

ঝুনু তখনও রাগে ফুল্‌ছে—চটে মটে জিগ্যেস করলে "তোরা কারা রে ?" নেড়া মাথা দুটো নড়ে উঠে জবাব দিলে—"আমরা অলি ভুলি। আমাদের চেননা ? আমরাই তো তোমাদের মত

ছোটদের রাগ, অভিমান, শোক, দুখ্যু—মায় পাঠশালের পড়া ভুলিয়ে দিয়ে, দুপুর রোদে অলি গলিতে টো টো করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াই।"

ঝুনু খুব ঝাঁঝ দেখিয়ে বললে "তা আমার সংগে কি দরকার?" অলি ভুলি তাদের টিকিওলা মাথা দু'টো এক সংগে দুলিয়ে বললে—তোমার রাগ ভোলাতে এসেছি গো। রাগ করে সবুজ খাতা দেখলে না যে বড়? কিন্তু ওর ভেতর আরও এমন অনেক ছবি রয়েছে যা তোমাদের একেলে বইতে একটাও মিলবে না।"



"নাই মিলুক গে। তাই বলে ছবির সবাই আমার সংগে মস্‌করা করবে, হি-হি করে হাসবে; আর আমি তাই বোকার মত দেখবো।" বলেই ঝুনু মুখটা ফিরিয়ে নিলে আর এক দিকে, চোখ বুজলে মনের দুঃখে।

ব্যাপার দেখে 'অলি' তার দাদা 'ভুলি'কে চুপি চুপি বললে—'দাদা, দিদিমণি রেগেছেন বেজাই—যাকে বলে রেগে কাঁই।

ভুলি বললে—"হ্যাঁরে দেখছি তো তাই। একালের ছেলে-মেয়েগুলো কেমন যেন বদ্ বেয়াড়া। হাসি মস্‌করার রস-কষ নেই—যেন শুক্‌নো দড়িদড়া, ঝুনো নারকোলের ছোব্‌ড়া।"

অলি বললে—“তাই যদি বলো ভাই, তাহলে ওর রাগ ভুলিয়ে ওকে সবুজ খাতার সেকালের ছবিগুলো দেখানো চাই। তবেতো ও ঘরে ফিরে গিয়ে আর সব ছেলেমেয়ের কাছে এই সব ছবির গল্প করবে, তখন আবার ছেলেমেয়েগুলো ছেলেমানুষী ফিরে পাবে।” ভুলি বললে—“তাহলে এক কাজ কর, খাতাটা ওর চোখের সামনে তুলে ধর, আর পাতাগুলো উল্‌টে যা পর পর।”



যেমন মতলব তেমনি কাজ। খুদে অলি ভুলি সবুজ খাতা নিয়ে খুলে ধরলে ঝুনুর সামনে।

অমনি শোনা গেল খুট্‌-খুট্‌-খট্‌-খট্‌-খট্‌ খট্‌।

আওয়াজ শুনে ঝুনু চমকে চাইলো—দেখে মাটির আঁচিল, মাটির পাঁচিল, মাটির খ্যাল, তার সামনে বসে আছে এক ভুঁড়ো শ্যাল।

অলি বললে “পাঁচিলের ওপর হড়ম বিবি খড়ম পায়ে দিয়ে নাচছে—দেখে নাও, দেখে নাও।”

ভুলি আর একখানি পাতা উল্‌টে দিলে—“টাক ডুমা ডুম্’ শব্দ!

ঝুনু বললে—“ঢোল বাজায় কারা ওরা?”

অলি বললে—“নয়ানজুলির মাঠে গাবুর গুবুর ঢোল বাজায়, ছোট

ছেলেমেয়েদের পায়ে ঘুমুর বেঁধে দিয়ে ধিন্‌তা ধিনা নাচায়, তাও জানোনা ?"

ঝুনু ঘাড় নেড়ে বললে—"জানিনা তো"

ভুলি সবুজ খাতার পাতা উল্‌টে দিলে, ছবি বদলে গেল ! ওমা ! শোনা গেল, ছোট ছেলে কাঁদছে—এঁ্যা এঁ্যা ওঁয়া ওঁ য়া !

ঝুনু চেয়ে দেখে একটা বিরাট কোলা ব্যাঙ্‌ একটা মাছধরা ছিপ নিয়ে ছুটেছে, আর একটা চিল ইয়া বড় একটা মাছ মুখে নিয়ে উড়ছে। সেই ন্যাংটো খোকাটাই কাঁদছে হাত পা ছড়িয়ে, ঝুনু বল্‌লে—এ ব্যাপারটা কি ?"

অলি ভুলি দুজনে হেসে গড়াগড়ি—'তাও জানো না ?'

"খোকা গেছলো মাছ ধরতে দুধ নদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে
মাছ নিয়ে গেল চিলে।"

ঝুনু বললে "ঐ ন্যাংটো খোকার কান্না ভোলাবে কে ? কি দিয়ে ভোলাবে ?"

অলি ভুলিকে ইসারা করে দিলে—পরের ছবিটা দেখাতে।

পাতা উল্‌টে গেল। ঝুনু দেখলো ন্যাংটো খোকার মা, খোকাকে কোলে নিয়ে চুমো খাচ্ছে। , এ গালে একটা, সে গালে একটা, আর বলছে—

"কিসের লেগে কাঁদো খোকা, কিসের লেগে কাঁদো
কিবা নেই আমার ঘরে ?
আমি সোনার বাঁশী বাঁধিয়ে দেব মাণিক থরে থরে।"

এতক্ষণে ঝুনুর রাগ অনেকখানি পড়ে গেছে—সে অলি ভুলিকে জিগ্যেস করলো—"হ্যাঁ ভাই ! সোনার বাঁশী দিয়ে খোকা কি করবে ?"

পাতা উলটে গেল—ছবিতে দেখা গেল—খোকা গাই চরাচ্ছে বাঁশী বাজিয়ে।

অলি ভুলিকে ঠেলা মেরে বললে, ছড়াটা মনে থাকেতো শুনিয়ে দেনা! ভুলি বললে,

খোকা এসেছে গাই চরাতে
গায়ের নাম হাসি
বাজায় সোনা দিয়ে বাঁধা
মায়ের মোহন বাঁশী।"

ঝুনু বললে—"অতটুকু ছেলের তো খুব সাহস। বনের মধ্যে একলা এসেছে গরু চরাতে! গরুটা যদি গুঁতিয়ে দেয়? খোকাটা যদি হারিয়ে যায়! খোকাটা যদি বাড়ী ফেরবার পথ খুঁজে না পায়! তাহলে কি হবে?'



ভুলি বললে "পথতো ভুলবেই, তা না হলে আমরা আছি কি করতে?" অলি চুপি চুপি ভুলির হাতটা টেনে, চাপা গলায় বললে—"এই বোকা! অমন করে কথা বললে মেয়েটা যে ভয় পেয়ে যাবে—এখ্যুনি হয়তো বাড়ী ফিরবো বলে বায়না ধরবে, তখন কি করবি?"

অলি ব্যাপারটাকে তখনই সামলে নিলে। পরের পাতার ছবিটা দেখিয়ে বললে—'সে জন্য ভেবনা তুমি'—

"বন কাপাসী বনের মধ্যে মাসি পিসির ঘর
সব ছেলেমেয়ে আপনার জন কেউ নেইকো পর।
গেলেই মাসি মুড়কি দেবে নারেং ধানের খই
পিসি পাকা কলা দেবে গামছা বাঁধা দই।"

হঠাৎ ঝুনু দেখে ফড় ফড় করে সবুজ খাতার কয়েকটা পাতা একসংগে উল্‌টে গেল, সেগুলোতে কি যে সব ছবি ছিল, তা আর দেখা গেল না।

ঝুনু ধমক দিয়ে বলে উঠলো—"এই এই! একি করছো? ঠিক করে ছবি দেখাও।"

জবাবতো কেউ দিলেই না, বরং ছবির খাতাটাও একদম মলাট চাপা পড়ে গেল।

ঝুনু আশে পাশে চেয়ে দেখে ওমা! কেউ কোথাও নেই! সে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। ঘাবড়ে যাওয়ার কথাওতো বটে।

ঝুনু চীৎকার করে ডাকলে—"অলি! ভুলি! অলি! ভুলি।" বহু দূর থেকে তখন তারা সাড়া দিয়ে বললে—"আমরা মাসীর বাড়ী চলেছি ফলার করতে। ছবির ফলারে পেট ভরে না।"

ঝুনু এবার কেঁদে ফেল্‌লো। বায়নার সুরে—চেঁচিয়ে ককিয়ে কেঁদে হাঁক ছাড়লে—"ওরে আমিও মাসীর বাড়ী যাবোরে"—

খুব ভারী গলায় বেয়াড়া সুরে গ্যাক্ গ্যাক্ গোঁকর গোঁক্ ক'রে কে যেন জবাব দিলে—"বেশতো, তাই যদি চাও তাহলে ইদিকে এগিয়ে এসো—যেদিকে মুখ, তার উল্‌টো দিকে চোখ ফেরাও।"

চোখ ফেরাতেই ঝুনু দেখে থপ্‌ থপ্‌ করে নাচতে নাচতে দুলতে দুলতে কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকেই।



ভয় পেলেও ঝুনুও গলাটা খুব ভারী করে জিগ্যেস করলে "তুমি কে ?"

"আমার নাম আঁদাড়ু, আর পেছনে আসছে আমার স্যাঙাৎ পাঁদাড়ু—

ঝুনু চেয়ে দেখে সত্যিইতো—থপ্‌-থপে সেই জানোয়ারটার পেছনে পেছনে আসছে উচ্চিংড়ের মত একটা ছ-ঠ্যাঙা ঢ্যাঙা জীব—তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে। ঝিঁ ঝিঁ সুরে চিঁ চিঁ ক'রে সেও বললে—"আমার নাম পাঁদাড়ু।"

ঝুনু ফস্ করে মুখ ফস্কে বলে ফেল্লে—"কোথা থেকে সব আপদ এসে জুটলো ?"

আঁদাড়ু গলা ফুলিয়ে আবার কোঁক্ কোঁক্ করে—জবাব দিলে—"আপদ নই ভাই আপদ নই—পদ আমাদের আছে, একজনের চারটি আর একজনের ছয়টি। আমরা আসছি আঁদাড়-পাঁদাড় থেকে। মাসীর বাড়ী যাওয়ার সাধ যখন হয়েছে, তখন তো আঁদাড়-পাঁদাড়টা ঘুরে যেতেই হবে।"

ঝুনু বল্লে—“আঁদাড়ে পাঁদাড়ে যেতে মা যে মানা করে।”

আঁদাড়ু পাঁদাড়ু বল্লে—“মানা করে বলেইতো যেতে হয়। সব মানা মেনে মেনেইতো তোমরা সব কুনো-কানা হয়ে পড়ছো। মাসীর বাড়ীর হরেক রকম রঙ্‌ তামাসা আর মজা দেখতে হলে, উড়তে হয়, নড়তে হয়, চড়তে হয়, পড়তে হয়।”

পাঁদাড়ু ছুটে এসে বললে—“লাফাতে হয়, ডিগবাজী খেতে হয়, দৌড়ুতে হয়, বেড়া টপ্‌কাতে হয়।”

এমন সময় হঠাৎ ঝুনুর মনে হোল—তার পা দুটো খুব জোরে কে যেন টানছে।

ঝুনু বললে—“এই! কে আমার পা টানছে রে?”

আঁদাড়ু বললে—“কে আর টানবে? বেশ খানিকতো উড়ু উড়ু করেছো, এবার আঁদাড়ে পাঁদাড়ে পোঁছে গেছ—তাই পা দুটোই চাইছে বেড়ু করতে। পা দুটোর কাজই হোল চলে বেড়ানো—তাদের তো আজকাল কেউ চলতে দেয় না—শুধু পায়াভারী করে টেরাম, বাস, মোটর, রিক্‌সা, ট্যাক্‌সী আর ছ্যাক্‌রা গাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়। এক পা তো হাঁটো না কেউ আজকাল? খোকা খুকুরা ইস্‌কুল পাঠশালে পড়তে যাবে—তাও হয় বাড়ীর গাড়ী চেপে, নয়তো ইস্‌কুলের বাসে চেপে হুস্‌ হুস্‌ করে। আঁদাড়ে পাঁদাড়ে বন বাদাড়ে ঘুরতে হলে চাপতে হয় পা-গাড়ী। পা-গাড়ীতে চাপিয়েছি আজ তোমাকে আমরা—এখন ভালো চাওতো পা দুটো চালাও চট্‌ পট্‌ জল্‌দি।

কথা শেষ না হতেই আঁদাড়ু এসে ধরলে ঝুনুর বাঁ হাতটা, পাঁদাড়ু ধরলে ডান হাতটা। একজনের হাত নরম চট্‌চটে—একজনের কর্‌করে খট্‌খটে। ঝুনুর গা শির্‌ শির্‌ করে উঠলো—সে বললে—“এই তোমরা আমার হাত ছেড়ে দাও—তোমাদের হাতগুলো বিচ্ছিরী। আঁদাড়ু

বললে—“কি করবো বলো—আমাদের এই হাত দিয়ে যে রকমারি কাজ করতে হয়। আমাকে জলে সাঁতার দিতে হয়, গাছে উঠতে হয় কাদায় চলতে হয় ঐ হাত দিয়েই।”

পাঁদাড়ু বললে—“আমাকে ডালে-পালে ঘুরতে হয়—মাঠে ঘাটে চরতে হয় ঐ হাত দিয়েই। তোমাদের মত হাত গুটিয়ে বসে থেকে শুধু পড়া পড়লেই তো চলে না।”

চারধার থেকে শোনা গেল একসংগে অনেকগুলো শেয়ালের ডাক—হুক্‌কাহুয়া! হুক্‌কাহুয়া! ক্যা হুয়া হুয়া কিয়া!

ঝুনু দেখে—ঝোপে ঝাড়ে বন-বাদাড়ে কাদের যেন জোড়া জোড়া চক্‌চকে চোখ ঝক্‌মক্‌ করছে।



ঝুনু ভয়ে আঁদাড়ু-পাঁদাড়ুর হাত চেপে ধ'রে জোর কদমে পা চালিয়ে দিলে।

কয়েক পা এগুতেই সামনেই দেখে কারা যেন সব আলো নিয়ে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে।

ঝুনু বললে—"ওরা কারা ?"

আঁদাড়ু পাঁদাড়ু বললে—"জোনাক পোকারা বাতি ধ'রে আমাদের এগিয়ে নিতে আসছে—আমরা মাসীর বাড়ীর সদর দেউড়ীতে পৌঁছে গেছি কিনা, তাই।"

ঝুনু বললে—"এ কেমন মাসীর বাড়ী! পাঁচীল নেই, দেওয়াল নেই, দরজা নেই, জানলা, ঘুল্‌ঘুলি সিঁড়ি, উঠোন কিছুই নেই!"

আঁদাড়ু পাঁদাড়ু দুজনেই হো-হো—হি-হি করে হেসে উঠলো। ঝুনু ভ্যাবা-গংগারামের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো।

আঁদাড়ু বললে—"মাসীর বাড়ীর মজাইতো ওই! সেখানে চারিদিক খোলা, চারি ধারেই তার খোলা জানলা। আকাশের নীল চাঁদোয়ার তলায় ঘরের দেউড়ীতে আলোর মেলা—হাওয়ার খেলা।"

পাঁদাড়ু বললে—"তোমরা থাকো মায়ের ঘরে—তাই সেখানে আগলে রাখার সাজা—মাসীর ঘরে ছাড়া-পাওয়ার মজা। মাসীর ঘরে সব দুয়ার সকল সময় খোলা। যে কেউ যখন খুশী তখন, যেদিক সেদিক থেকে আসতে পারে—আপন মনে ঘুরে ফিরে। ভোগ করতে পারে যে কোনও মজা, যেমন খুশী তেমন করেই।"

ঝুনু বেজায় খুশী হয়ে বললে—"বাঃ! বাঃ! তাহলেতো দেখছি এখানে ভারি মজা ?"

আঁদাড়ু পাঁদাড়ু বললে—"মজা আছে বলেইতো তোমাকে নিয়ে এলুম ভাই। শুনছো না কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে ?"

ঝুনু শুনতে পেলে—তাইতো! চারধারে ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিম্ ঝিম্ সুরের ঝন্‌ঝনানি, মাঝে মাঝে তাল পড়ছে—থুম্—থুম্—হুতুম্—থুম্।

ঝুনু জিগ্যেস করলে—“এ বাজনার বাজিয়ে কারা ?”

পাঁদাড়ু তিড়িং করে লাফিয়ে এসে—ঘাড় গলা দুলিয়ে বললে—“আমার মেশতুতো ভেয়েরা ব্যায়লার ছড় টানছে, আর হুতুম মামা তাল রাখছে থম্‌থমে গান গেয়ে।”



ঝুনু বললে—“বুঝলুম না ব্যাপারটা ঠিক !”

আঁদাড়ু বললে—“বেশ আমি বুঝিয়ে দিই খোলোসা করে ! —ঝিঁঝিঁ পোকারা ঠ্যাঙে ডানায় ঘসাঘসি করছে, তারই ঐ ঝন্‌ঝনানি, আর হুতুম প্যাঁচারা নিশুত রাতের হাঁক পেড়ে ডাকছে—মাসীর ঘরের রাত-জাগা পড়শীদের, আসলে এই হলো ব্যাপারটা !”

ঝুনু বললে—“রাতের বেলাতেও ঘুমোওনা তোমরা মায়ের কোল ঘেঁসে ? দিনরাত খালি বুঝি ঘুরে বেড়াও টোঁ টোঁ করে ?”

আঁদাড়ু খুব একচোট হেসে নিয়ে বললে “মায়ের কোলতো আমরা পাইনা তোমাদের মত বুড়ো বয়সেও। ডিম ফুটে নড়লে চড়লেই—আমাদের মায়েরা ছেড়ে দেয় মাসীর ঘরে, বলে—খাও গিয়ে বাছা দেখেশুনে চরে ব’রে।”

পাঁদাড়ু এবার ঝুনুর খুব কাছে এগিয়ে এসে বললে—“আঁদাড়ুটা উনপাঁজুরে। চোখে ঘুম নেই একফোঁটা—দিনরাত ও জেগে

থাকে, থপ্‌থপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘুমোয় শুধু শীতকালে ওঁদোল খোঁদলে—গুঁড়ি সুড়ি মেরে মড়ার মত হয়ে। তখন হাজার খোঁচালেও পাড়ে না রাটি ; আসলে কোলাব্যাঙ্‌ ওটি।"

পাঁদাড়ুর গোড়ার দিকের কথাগুলো শুনে, আঁদাড়ু ভেবেছিল—পাঁদাড়ু বোধহয় তার গুণগানই করছে, কিন্তু ঐ "কোলাব্যাঙ্‌" কথাটা কানে যেতেই—আঁদাড়ু একেবারে চটে লাল! থপাস্‌ করে লাফিয়ে এসে সে তার চার পায়ের একপা দিয়ে চটাস্‌ করে পাঁদাড়ুকে মারলে টেনে এক থাব্‌ড়া, বললে—"চুপ কর ব্যাটা ঢ্যাঙা ঠ্যাং প্যাঙা ফড়িং।"



থাব্‌ড়া খেয়ে ফড়িং ভায়া চিৎ হয়ে পড়ে—ঠ্যাঙ্‌ ছুঁড়তে লাগলো। তারপর লাগলো হুটোপুটি ঝুটোপাটি। তাদের দুজনের মধ্যে ধুমোধুমি মারামারি।

ঝুন্নুর আর বুঝতে দেরী হলোনা আঁদাড়ু পাঁদাড়ু আসলে হলো কোলাব্যাঙ্‌ আর গংগাফড়িং!

ওমনি ঝুনুর গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো—নাক সিঁটকিয়ে আপন মনে চোখ বুজে সে বলে উঠলো—"ম্যাগো! মা! এখানে যা কিছু সবই বদ্-বেয়াড়া, এড়া বেড়া।"

এমন সময় কারা যেন বলে উঠলে-"মাসীর ঘরে সবই চমৎকার—সবই মজার—দেখতে যদি না পারো সেই চোখ নিয়ে—তবে আর আমরা কি করব বলো? মাসীর ঘরে এলে—ঘেন্না ভয়,—ঘোচাতে হয়।"

ঝুনু চোখ মেলে দেখে—ওমা বেশ দুটো বড়সড়ো রোঁয়াওলা শোঁয়াপোকা গুঁড়িশুঁড়ি মেরে ঝরাপাতার গালচে মাড়িয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। একটা কালো কুচ্কুচে আর একটা রঙ্চঙে। ঝুনু ঘেন্নায় আর ভয়ে—সাড়ে তিন পা পিছিয়ে গিয়ে বললে—"তোরা আবার কারা রে? যাঃ যাঃ সরে যা দূরে।"

"আমরা হলুম—রঙ্ সঙ্—হরেক রকম মোদের ঢঙ্।"

ঝুনু বললে—"তাতো বুঝলুম, কিন্তু তোমাদের গায়ের ঐ খোঁচা খোঁচা রোঁয়াগুলো দেখে যে ভয় করছে।"



কালো রঙের শুঁয়ো পোকাটা জবাব দিলে—"গায়ে রোঁয়া না থাকলে কাক-পাখীরা খেয়ে সারতো—খোকাখুকুরা টিপে মারতো।"

রঙ্চঙে শুঁয়োপোকাটা বলে উঠলো—"আমরা পাখী টিক্টিকির পেটে গেলে—পেরজাপতিও উড়তো না—ফুলও ফুটতো না।"

ঝুনু বললে—"তার মানে ?"

"তার মানে, তোমরা যেমন ছোট বেলায় ন্যাঙ্‌টো খোকাখুকু থাকো—বড় হয়ে কাপড় চোপড় পরো—ভদ্‌দোর নোক, বাবুমশাই কিংবা বিবি অথবা মাঠাকুরুণ কি দিদিমণি হও, তেমনি আমরা গোড়াতে ডিম ফুটে কুৎসিৎ শুঁয়োপোকা থাকি—তখন আমাদের চোখ থাকে তিনটে। তারপর শুঁয়োপোকা ফেটে গোল নিটোল গুটিপোকা হই—তখনও চোখ খোলেনা। গুটি ফেটে—তবে রঙীন পেরজাপতি হই।"

ঝুনু বললে—"কেমন করে তা হয় !"

"দেখবে কেমন করে তা হয় ?" বলেই শুঁয়োপোকা দুটি, গুটি গুটি এগিয়ে গেল একটা তুঁত গাছের দিকে। দুজনে মুখ থেকে—সুতো বার করে গাছে একটা থোপ্‌না তৈরী করে নিলে, তারপর তাতে দুজনেই নিজের নিজের পেছনের পা দুটো আটকিয়ে মাথা নীচু করে ঝুলতে থাকল

এমন সময়, হঠাৎ ঝুনুর মনে হলো, কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ করতে করতে কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। ঝুনু ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়ে লুকোলো একটা ঝোপের পেছনে। সেখান থেকে উঁকি মেরে দেখলে—একটা কালো বদ-বেয়াড়া জীব কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ ক'রে ঝোপটার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ঝুনুর নাকে এল বোট্‌কা ঝাঁঝালো একটা গন্‌ধ ! ঝুনু জোরে তার নিজের নাকটা টিপে ধরলে।

জানোয়ারটা চলে যেতেই—ঝুনু ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এলো সেই গাছটার দিকে—যে গাছটার পাতায় শুঁয়ো-পোকারা ঝুলছিলো। এসে দেখে ওমা এক জোড়া আমড়া আঁটির মতো গুটির ফাঁক দিয়ে দু'জোড়া শুঁড় দেখা দিয়েছে।

ঝুনু হাঁ করে সে দিকে তাকিয়ে রইলো—দেখতে দেখতে বেরিয়ে এলো রঙ্‌-ঝল্‌মলে ডানা জড়িয়ে একজোড়া পরী। তারা ডানা ঝেড়ে, পাখা মেলে উড়ে এসে ঝুনুর দু'পাশে দু'জনে দাঁড়ালো। বললে ;—"ও কি! অমন নাক টিপে রয়েছ কেন?"

ঝুনু টেপা নাকের নাকি স্বরে বললে,—"আঁমার নাড়ী উঁল্‌টে আসছে"—

রঙ্‌ বললে—"কিসের খোশবু বুঝিয়ে দেনা!"

সঙ্‌ বললে—"ছুঁচো সিং গেলেন খানিক আগে এই পথে। দিনরাত উনি গায়ে আতর মেখে বেড়ান!"

ঝুনু বললে—"আতর কেনবার অত পয়সা কোথায় পায়?"

রঙ্‌ সঙ্‌ বললে—"আতর কিনতে ওদের পয়সা লাগে না—ওদের ঠ্যাঙ আর উরুতে খোশবুর থলি আছে—সেখান থেকে খোশবুই বেরোয়।"

ঝুনু বললে,—"তাই নাকি! এতো কথা তো জানি না আমরা, তা ভাই অমন ছুঁচোর গন্ধ নাকে নিয়ে তোমরা এখানে থাকো কি করে?"

রঙ্‌ সঙ্‌ বললে—"ওসব আমাদের নাকে যায় না—ফুলের সুবাসে আমরা দিনরাত মাতাল হয়ে থাকি।"

ফুলের কথা শুনে ঝুনু মহা খুশী! বলে উঠলো—"এখানে ফুল আছে? খুব ভাল খোশবুওলা ফুল?"

রঙ্‌ সঙ্‌ বললে—"কি বলছো তুমি? মাসীর ঘরে যদি ফুল না থাকবে তো থাকবে কোথায়? ফুলের মেলায় তোমাকে নিয়ে যেতেই তো এসেছি আমরা। রাতের শেষ পহরে সেখানে পৌঁছুতেই হবে।"

ঝুনু বললে,—"এত তাড়া কিসের?"

রঙ্‌ সঙ্‌ বললে—"বারে! রাতের শেষ পহর পার হয়ে গেলে—কি করে দেখবে ফুল কেমন করে ফোটে?"

ঝুনু জিগ্যেস করলে—"ফুল কি ক'রে ফুটে ওঠে, তাও আবার দেখা যায় নাকি?"

রঙ্‌ সঙ্‌ বললে—"খাট্‌লে খুট্‌লে—দেখবার জিদ্‌ থাকলে কি না দেখা যায়, জানা যায়, তাই বলতো? যারা সত্যিকারের জানতে চায়, শিখতে চায়—তারা খেটে-খুটে, হেঁটে ছুটে, ঘেঁটে ঘুঁটে মাসীর ঘরের সব কিছুই দেখে বেড়ায়, শিখে বেড়ায়।"

কথা কইতে কইতে ওরা তিনজন কয়েক পা এগুতেই—ঝুনুর কানে ভেসে এলো—গুঁন্‌-গুঁন্‌-গুঁন্‌-বুঁন্‌-বুঁন্‌-বুন্‌-বুন্‌-বুঁন্‌-বুঁন্‌—ভোঁ-ভঁন্‌-ভঁন্‌-ভঁন্‌।

ঝুনু চমকে উঠলো—"এ আবার কিসের গুন্‌গুনুনি?"

রঙ্‌-সঙ্‌ বললে,—"পৌঁছে গেছি মাসীর বাড়ীর ফুলের মেলায়।

মৌমাছি আর ভোম্‌রারা ফুলেদের ঘুম-ভাঙানী গান গাইছে।

ঝুনু বললে,—"বেশতো ওদের গান! কিন্তু ভয় করছে যদি ওরা হুল্‌ ফুটিয়ে দেয়।"

রঙ্‌ সঙ্‌ একসংগে হেসে উঠলো খিল্‌ খিল্‌ করে।

বললে, "খামোখা ওরা তোমাকে হুল্‌ ফোটাবে কেন? ওরা এসেছে ফুল ফোটাতে।"

ঝুনু বললে,—"মৌমাছি, ভোম্‌রা ওরাই বুঝি ফুল ফোটায়?"

রঙ্‌ সঙ্‌ বললে,—"সব ফুল ওরা ফোটায় না। কোনও ফুল ফুটে ওঠে রোদের আলোর ছোঁয়া লেগে—কোনও ফুল শিশিরের ফোঁটা কপালে পেলে ওঠে জেগে। আঁধারের কাজল চোখে দিলে—তবে

কেউ কেউ নয়ন মেলে। এখন মৌমাছিদের ফুল ফোটানোর খেলা দেখবে তো চোখের পলক না ফেলে চেয়ে থাকো—তোমার সামনের চাঁপার ঐ কলিটির দিকে।"

ভোরের আগের আব্‌ছা আলোয় ঝুনু চাঁপা গাছের ডালে ডালে রাশি রাশি ফুলের কুঁড়ি দেখতে পেলে। সবচেয়ে উঁচু ডালে সবচেয়ে বড়ো চাঁপার কলিটা যেন মাথা নীচু করে তার চোখের সামনে সরে এলো।



ঝুনু বেশ ভাল করেই দেখতে পেলে কালো হ'লদে রঙের রঙীন পোষাক পরা একটা মৌমাছি তার ছ-ছ'টা পা দিয়ে চাঁপার কলির গায়ে সুড়সুড়ি দিলে—শুঁড় দিয়ে কুঁড়ির মাথায় চুমো খেলে।

দেখতে দেখতে কুঁড়িটি একটির পর একটি পাপড়ী মেলতে লাগলো ঠিক তেমনি ক'রে—যেমন ক'রে খুউব ছোট ছোট খোকা খুকুরা জেগে ওঠার আগে হাত পা মেলতে থাকে। তারপরই মনে হলো ঝুনু যেন দেখতে পেলে কুঁড়িটা ফিক্ করে হেসে উঠতেই—ফুল হয়ে তা ফুটে উঠলো।

"বারে! ভারী মজার ব্যাপার তো!"

রঙ্ সঙ্ বললে,—"এর চেয়ে আরও বড়ো তামাসা দেখবে তো চলো যাই ঐ সূজ্জিমুখীর কাছে।"

ঝুনু বললে,—"সূজ্জিমুখী! সে এখানে এলো কোথা থেকে? মায়ের সংগে সিনেমা দেখতে গিয়ে আমি তো তাকে দেখেছি।"

রঙ্ সঙ্ বললে,—"তোমাদের মায়েরা আজকাল সিনেমার সূজ্জি-মুখীকে দেখিয়ে আনেন বলেই বনের সূজ্জিমুখীকে চেনোনা।"

ঝুনু বললে,—"রাগ করোনা ভাই, তোমরাই চিনিয়ে দাও।"

রঙ্ সঙ্ বললে,—"বেশ তা হলে সাবধানে শেয়ালকাঁটার ঝোপটা ডাইনে রেখে বাঁয়ে হাঁটো। দেখো আলোক লতায় পা যেন জড়িয়ে না যায়।"



ঝুনু তো অবাক। গাছের নাম শেয়ালকাঁটা। লতার নাম আলোকলতা। কিন্তু বনের সূজ্জিমুখী কে! এই কথা ভাবতে ভাবতে ঝুনু ওদের কথা মতো—ওদের সংগে শেয়াল কাঁটার ঝোপটা ডাইনে রেখে—সাবধানে আলোকলতার বন ডিঙিয়ে হাজির হলো—ইয়া বড়ো পাতাওয়ালা একটা বড়গাছের তলায়।

গাছটা ঝুনুর চেয়ে অনেকখানি ঢ্যাঙা। ঝুনু দেখলো গাছের মাথায় একটা ডালের ওপর যেন কার মাথা নুয়ে আছে।

ঝুনু চমকে উঠে জিগ্যেস করলে,—"ওটা কি ?"

রঙ্ সঙ্ বললে,—"ওইতো ভাই কুঁড়ি সূর্জ্জিমুখী। সূর্জ্জিমামা এখনই উঠবে, তার রোদের ছায়ায় ও ফুটবে, তার দিকে মুখ ফেরাবে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সূর্জ্জিমামা যে দিকে যতখানি ঘুরবে—ও সেদিকে ততখানি মুখ ফেরাবে। তাই তো ওর নাম সূর্জ্জিমুখী।"

ঝুনু অবাক হয়ে শুনছিল এই কথাগুলো। আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো,—"বারে ভারী মজাতো! আমি দেখবো সূর্জ্জিমুখী কেমন করে ফোটে!



ঠিক তেমন সময় কিচির মিচির রব তুলে, কারা যেন সোরগোল ক'রে বলে উঠলো—"ফুল কেমন করে ফোটে তা পরে দেখো, এখন দেখবে চলো কাগ পাখীরা জেগে উঠে কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসেছে। আমড়া গাছের আদালতে তোমার নামে নালিশ করেছে সালিসের তরে।"

'আদালত' 'নালিশ' এসব কথা শুনে ভয়ে ঝুনুর বুক দুর্-দুর্ করতে লাগলো, মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

ঝুনু দেখলে, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পথ্-নখওয়ালা দু' দুটো পুঁচ্কে পাখী।

ঝুনু বললে—"তোমরা কারা ?"

পাখী দুটো জবাব দিলে—"আমরা পাখীপাড়ার পাইক পেয়াদা, চড়ুই-মড়ুই। চলো এখন পা চালিয়ে—রোদ উঠতে আর বেশী দেরী নেই।"

ঝুনু ভয়ে ভয়ে চলতে লাগলো—গুটিগুটি পা বাড়িয়ে।



খানিকটা এগুতেই ঝুনুর কানে এলো—কারা যেন চিঁ-চিঁ করে কাঁদছে।

ঝুনু বললে—"ওরা কারা কাঁদছে ? কেন কাঁদছে ?"

চড়ুই-মড়ুই জবাব দিলে—"ও কিছু নয়, ডিম-ফোটা পাখীর ছানাদের চোখ ফোটার ট্যাঁটানি।"

ঝুনু বললে—“চোখ উঠলেতো আমরা কাঁদি—চোখ ফুটলে পাখীরা কাঁদে কেন ?”

চড়ুই-মড়ুই বললে—“পাখীদের কাজ হলো ডিম পেড়ে—তা’ দিয়ে ডিম ফোটানো। ডিম ফোটা বাছাদের চোখ ফুটলোতো আর কি! অমনি পাখীমায়েরা ঠেলে ঠেলে তাদের ছানাদের ফেলে দেয় হাওয়ার সাগরে, বলে—“ওড়ো-ওড়ো বাছারা ওড়ো, যাও খোলা হাওয়ায় ডানা মেলে খেলে বেড়াও।”

ঝুনু হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—“বারে! পাখী মা’রা তো খুব ভালো—ছানাগুলোই ভারী বোকা। আমাদের মায়েরা খালি বলে—“পড়ো, পড়ো বাছারা ঘরে বসে পড়ো, ঘর থেকে বেরিও না বাইরে ওড়া-নড়া একদম বারণ!”

চড়ুই-মড়ুই বললে—“ওড়ার যে ল্যাঠা কত, তাতো জানো না।”

এমন সময় শোনা গেল—ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ শব্দ!

ঝুনু চমকে উঠলো, বললে—“ও আবার কি ?”

চড়ুই-মড়ুই বললে—“চুপ! এখন আর একটিও কথা নয়! পৌঁছে গেছি আমড়াগাছির আদালতে। বিচার সভার সভাপতি, কাকাতুয়া এসে গেছেন, তাই পাখীরা ডানাতালি দিলে ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌। তুমি এখন চট্‌পট্‌ চলো, নইলে আমাদের চাকরী যাবে।”

খানিকটা এগিয়েই চড়ুই-মড়ুই বললে—“ব্যস! রোক্‌কে”!

ঝুনু দেখলে একটা পাতা-ঝরা নেড়া আমড়া গাছের মগ্‌ডালে বসে আছে এক ঝুঁটিওয়ালা কাকাতুয়া, আর গাছটাকে ঘিরে চারধারে গোল হয়ে বসে—কারা যেন ঢুলছে আফিংখোরের মতো।

চড়ুই মড়ুই চেঁচিয়ে উঠলো, বললে—"বিচারপতি মশাই ! পয়লা মামলার আসামী ঝুনুরাণী হাজির ।"



ডানা ঝাড়া দিয়ে আমড়াগাছের মগ্‌ডাল থেকে কাকাতুয়াটা নেমে এসে বস্‌লো গাছের সবচেয়ে নীচু ডালটাতে, একটা ঠ্যাঙ তুলে বলে উঠ্‌লো,—"জেরা সুরু হোক" ।

সংগে সংগে কোথা থেকে কালো কুচ্‌কুচে একটা দাঁড়-কাক ঝুনুর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। হেলে দুলে জিগ্যেস করলো—"কও ক্যা ? কও ক্যা ? কার সংগে ঘর থেকে বেরিয়েছিলে হ্যা ?"

এইবার ঝুনুর মনে পড়লো—টুন্‌টুনির কথা। ওমা! যার সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরুলো, তাকেই সে ভুলে বসে আছে! তাকেই সে হারিয়ে ফেলেছে, এখান সেখান ঘুরতে ঘুরতে—এটা-ওটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে !

কাকাতুয়া ওপর থেকে ধমক দিয়ে বললে—"ক-ক কও। চুপ করে যে রও ?"

ঝুনু টুন্‌টুনির কথাটা একদম চেপে গিয়ে বললে—"উড়তে বেরিয়েছিলাম।"



কাগামশাই একচোখ বুজে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—"কা! কা-কা-বাঃ-বাঃ—বাঃ! তা তোমার গায়ে ওটা কি ?"

ঝুনু বল্‌লে, "ছাপা ছিটের জামা।"

কাগামশাই বললে—"পাখীরা কি জামা পরে ?"

ঝুনু চেয়ে দেখ্‌লে কোনও পাখীর গায়ে জামা নেই। সকলেরই গা খালি। ঝুনু মাথা হেঁট করে রইলো।

কাগা বল্‌লে—"পা দেখাও।"

ঝুনু ডান পা তুললে—কাগামশাই বাঁকা ঠোঁট বাগিয়ে ঝুনুর আঙুল ঠোক্‌রাবার জন্যে তেড়ে এলো।

ঝুনু ভয় পেলে—"উঃ, ওকি লাগ্‌বে যে।"

কাগামশাই বললে—"নেড়ে চেড়ে দেখ্‌বো না ওগুলো মানুষের আঙুল না পাখীর আঁক্‌ড়ি।"

ঝুনু একটু রেগে বললে—"ওগুলো আঙুল। তোমার দেখার দরকার নেই।"

কাক বললে,—"বেশ! তাহলে ডানা মেলোতো দেখি।"

ঝুনু দেখে ডানাও তো নেই—দু'পাশে দু'খানা হাত।

কাগামশাই বললে,—"তাহলে তুমি উড়েছো যে,—এ কথা মিথ্যে।"

তারপর কাকটা ডানাজোড়া করে বিচারপতি কাকাতুয়াকে ডেকে বললে—"হুজুর! শুনলেন তো সব, এখন আপনি এর বিচার করে যা হয় একটা রায় দিন।"

কাকাতুয়া বললে, "বেশ তা হবে, তবে তার আগে ঝুনুর তরফের উকীল কি বলে সেটাওতো শুনতে হয়।" জিগ্যেস করলে—"ঝুনু তোমার তরফের উকীল হাজির আছে?"

ঝুনু তখন জবাব দেবে কি? সে ভয়ে কাঁদছে আর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

এমনসময়ে খুব মিঠে গলায় কে যেন বলে উঠ্‌লো—"ঝুনুর হয়ে আমি বুঝিয়ে দেবো যে—ডানা আর আঁকড়ি না থাক্‌লেও—পাখী না হয়েও ওড়া যায়!"

পাখীরা সব নড়ে চড়ে বসলো—ঝুনুও চমকে উঠ্‌লো।

দেখে—ওমা! টুন্‌টুনি এসে দাঁড়িয়েছে দূরে!

টুন্‌টুনি বল্লে—"ডানা আর আঁকড়ি না থাকলেও পাখী না হয়েও যে ওড়া যায়, তার প্রমাণ. ঘুড়ি আর আজকালকার উড়োজাহাজ। আর তারও চেয়ে বড় কথা, যারা মায়ের কোলছাড়া হয়েছে অকালে আমার মত—তারাও মায়ার ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়, মায়েরা পাছে ধরে ফেলে—এই ভয়েই। আরও ওড়েন, ছোট ছোট খোকা-খুকুদের জন্য যাঁরা বই লেখেন, ছড়া লেখেন তাঁরা; কারণ ওঁরা বুড়ো হলেও—ওঁদের মন হাল্‌কা থাকে।"

আমড়াগাছির আদালত একেবারে চুপ। কাক পাখীদের মাথা হেঁট্।

কাকাতুয়া বললে—"রোদ্দ উঠ্‌তে দেরী নেই, মামলা ডিস্‌মিস্‌।"

সংগে সংগে পাখীর দল ঝাঁক বেঁধে উড়ে পড়লো।

ওমা! ঝুনু দেখে কোথায় সেই আঁদাড় পাঁদাড়, মাসীর ঘর, আমড়াগাছির আদালত!

মেঘের গদীতে ভেসে চলেছে ঝুন্‌ঝুনি আর টুন্‌টুনি। টুন্‌টুনি যেন আর আগের মত দেখতে নেই, চেহারাটা তারও যেন আব্‌ছা ঘোলাটে।

ঝুনু অভিমানের সুরে বললে—" আমাকে ঘর থেকে বার করে এনে পালিয়েছিলে কেন—গল্‌প না শুনিয়েই?"

টুন্‌টুনি বললে,—"কোথাও তো পালাইনি ভাই, যা দেখলে, যা শুনলে—সেতো আমারই হারিয়ে-যাওয়া ছেলেমানুষী দিনের চোখ আর কান দিয়েই, মায়ের ভালবাসার সবুজ রঙ্ মাখানো সবুজ খাতার পাতা থেকেই।"



ঝুনু দেখলে ঐ কথাগুলো বলতে বলতেই টুন্‌টুনির মুখটা হয়ে উঠ্‌লো—তাদের ঘরে টাঙানো তার দাদার ছবিটার মতো।

টুন্‌টুনি বললে—"এইবার যে আমায় পালাতে হবে—মনে রেখো আমাকে, ভুলোনা ভাই।"

ঝুনু বল্‌লে—"বাঃ রে! পালাবে কেন? চলোনা আমাদের বাড়ীতে—মায়ের কাছে থাক্‌বে, আমার দাদা হবে।"

এই কথা শুনে টুন্‌টুনির চোখ দিয়ে বড় বড় দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো মেঘের গদীর ওপরে। আর অমনি সেখানে দু'দুটো বড় বড় ফাঁক হয়ে গেল। একটা ফাঁক দিয়ে গলে পড়লো টুন্‌টুনি। আর একটা ফাঁক দিয়ে শোঁ শোঁ করে নীচে পড়তে লাগলো ঝুন্‌ঝুনি।

ঝুনু ভয়ে চিৎকার করে উঠ্‌লো—"টুনু দাদা, আমাকে ফেলে যেও না, আমিও তোমার সংগে যাবো।"



ঝুনুর চেঁচানি শুনে তার মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানার ওপর—ঝুনুর মা ঝুনুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে—"কইরে কই!"

ঝুনু চোখ বড় বড় ক'রে বললে—"পালিয়ে গেল মা, পালিয়ে গেল। ভারী চমৎকার ছেলেটা। দেখতে ঠিক টুনু দাদার মত। সে আমাকে দেখিয়েছে সবুজ খাতায় তার মায়ের ভালবাসার রঙে আঁকা অলি-ভুলি, আঁদাড়ু-পাঁদাড়ু, মাসীর ঘরের কত রঙীন মজাদার মজাদার ছবি! ওর মা তোমার চেয়ে ঢের ভালো। তার কাছে আমিও যাবো।"

মায়ের চোখে তখন জল টলমল করছে।

মা ঝুনুকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে,—"ছি মা!

আমিও তোমার মনের সবুজ খাতায় অমনি
ক দিতে পারি।"

ারো? তবে দাও না কেন মা?"

অভিমানের সুরে বল্‌লে—"টুনুর মতো তোমরা
ই।"

াতে দেখে—মায়ের কোলে মুখ লুকোলো।

রাঙা মুখ দেখা গেল পূব আকাশে।

শেষ।